ভোরের কাগজ

তারিখ ... 05 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্ত চলছে

কুমিল্লা বোর্ডের অধীন ২৬টি কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে জালিয়াতির অভিযোগ

কুমিল্লা প্রতিনিধি : আগামী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২৬টি কলেজে কমপক্ষে সাত হাজার ছাত্রছাত্রী জালিয়াতির মাধ্যমে নতুন ও ভুয়া রেজিস্ট্রেশন এবং অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিষয়টি তদন্ত করছে।

ব্যুরোর একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে এমনসব কলেজ কেন্দ্রে বিভিন্ন সরকারি কলেজের নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা অবৈধ উপায়ে নতুন রেজিস্ট্রেশন ও অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণ করেছে। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে কলেজগুলো শিক্ষা বোর্ডে '৯৩-'৯৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমতি ফি হিসেবে ফরম পূরণের পূর্বমুহূর্তে জমা দিয়েছে। সূত্রটি জানায়, ইতিমধ্যেই তদন্তের উদ্দেশ্যে এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন ফি সংক্রান্ত বোর্ডের হিসাব শাখার (জমা) ১৪নং লেজার, পরীক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি ফরম, ভর্তি বিবরণী, রেজিস্ট্রেশন বিবরণীসহ যাবতীয় নথিপত্র তলব করা হয়েছে। তলবকৃত ১৪নং লেজার (খতিয়ান) বইয়ের যেসব ক্রমিক নম্বরে কমতি ফি জমা দেওয়া হয়েছে তা ইতিমধ্যেই দুর্নীতি দমন ব্যুরো সুনির্দিষ্ট করেছে। খতিয়ান বইয়ের ক্রমিক নং হচ্ছে ঃ নং ৪৩০ লালমাই কলেজ (কুমিল্লা) ১৭ হাজার ২৫০ টাকা, নং ৪৩১ দত্তপাড়া কলেজ (লক্ষ্মীপুর) ৬ হাজার ৭৭১ টাকা, নং ৪৩২ নারায়ণহাট কলেজ (চট্টগ্রাম) ৩ হাজার ৪১৭ টাকা, নং ৪৩৩ চৌয়ারা কলেজ (কুমিল্লা) ২২ হাজার ৯৮১ টাকা, নং ১৩৩৭ সোনাইমুড়ী কলেজ (নোয়াখালী) ১ হাজার ৩৬২ টাকা, নং ১৩৪৪ রাজানগর রানীরহাট কলেজ (চট্টগ্রাম) ২ হাজার ৯৮১ টাকা, নং ১৩৫১ ওমরগনি এমইএস কলেজ (চট্টগ্রাম) ৯ হাজার ৬৮৭ টাকা, নং ১৩৫৩ সরাইল কলেজ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ৪ হাজার ৮৭৫ টাকা, নং ১৩৫৪ আখাউড়া শহীদ স্মৃতি কলেজ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ৩ হাজার ২৫১ টাকা, নং ১৩৫৫, ৫৬ সামছুল হক কলেজ (কুমিল্লা) ১২ হাজার ৯৫০ টাকা নং ১৩৬৭ আমীর হোসেন জোবায়দা কলেজ (কুমিল্লা) ৩ হাজার ৪৮৫ টাকা, নং ১৩৬৮ দঃ রাঙ্গুনিয়া পদুয়া কলেজ (চট্টগ্রাম) ৫ হাজার ৭ টাকা, নং ১৩৬৯ এম শাহআলম চৌধুরী কলেজ (চট্টগ্রাম) ১১ হাজার ৪১ টাকা, নং ১৩৭৬ পয়ালগাছা কলেজ (কুমিল্লা) ১৬০ টাকা, ১৩৭৮ পানছড়ি কলেজ (খাগড়াছড়ি) ৫ হাজার ২৫২ টাকা, নং ১৩৮০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌর কলেজ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) ৪ হাজার ১৫০ টাকা, ১৩৮১, ৮৭ গুণবতী কলেজ (কুমিল্লা) ২৯ হাজার ৪৮৫ টাকা, নং ১৩৮২ বুধুরখীল জে এ কলেজ (চট্টগ্রাম) ৫ হাজার ৫০০ টাকা, নং ১৩৮৪ গহিরা কলেজ (চট্টগ্রাম) ৭ হাজার ৬২১ টাকা, নং ১৩৮৮ কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজ (কুমিল্লা) ১ হাজার ৫০০, টাকা, নং ১৩৮৯ নাঙ্গলকোট হাসান মেমোরিয়াল কলেজ (কুমিল্লা) ১০ হাজার ৪২৫ টাকা, নং ১৩৯০ চন্দন কলেজ (কুমিল্লা) ৩০৮ টাকা, নং ১৩৯২ পঃ পটিয়া এ জে চৌধুরী কলেজ (চট্টগ্রাম) ৪ হাজার ৪৭ টাকা, নং ১২৯৫ উঃ সাতকানিয়া জাফর আঃ চৌঃ কলেজ (চট্টগ্রাম) ২ হাজার ৭৩০ টাকা, নং ১৩৩৩ বাধেরহাট এ. এম. কলেজ (নোয়াখালী) ১ হাজার ১০০ টাকা এবং ১২৫২ টাকা দক্ষিণ কলেজ (সিলেট) ২ হাজার ৫১০ টাকা। ২৬টি কলেজের মধ্যে শেষ তিনটির টাকা জমা হয়েছে গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে, বাকিগুলো জমা হয়েছে চলতি বছরের প্রথম দুই মাসের বিভিন্ন তারিখে।

কমতি ফি হিসেবে জমাকৃত ২৬টি কলেজের মোট টাকার পরিমাণ ১ লাখ ৯৬ হাজার ৮৪৬ টাকা। সূত্রটি জানায়, কলেজ পরিদর্শকের আদেশে কমতি ফি হিসেবে জমা দেওয়া টাকা হিসাব শাখায় জমা হলেও কলেজগুলোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে প্রদত্ত অগ্রণীপত্রের তথ্যাদিতে কোথাও কমতি ফি-এর উল্লেখ নেই।

এদিকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত কমতি ফি বোর্ডে জমা হতে থাকায় বোর্ডের নিষ্পাদন সহকারী মোকাদ্দেস মিয়া, সহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার (জমা) এ বি এম সামছুল হুদা চৌধুরী এবং হিসাবরক্ষণ অফিসার (জমা) মোঃ আবদুর রব গত ২০ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারির কাছে কমতি ফি জমার জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। অবগতিপত্রে বলা হয়- কলেজ পরিদর্শকের বরাতে ও তার আদেশে বেশ কিছু কলেজ থেকে কমতি রেজিঃ বিলম্ব রেজিঃ শিক্ষা বিরতি ও বিলম্ব ভর্তি ফি বাবদ প্রচুর টাকা হিসাব শাখায় জমা হচ্ছে। প্রাপ্ত টাকা লেজার বইয়ে এন্ট্রি করার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কলেজগুলোর নামে কোনো কমতি ফির উল্লেখ নেই। অবগতিপত্রে উল্লেখ করা হয় যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজ থেকে প্রাপ্ত রেজিঃ ফরমের সঙ্গে যে অগ্রণীপত্র থাকে তাতে প্রেরিত রেজিঃ ফরম ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা উল্লেখ থাকে। রেজিস্ট্রেশন ফরম গণনা ও বিভিন্ন খাতের ফি এর হিসাব করে লেজারে এন্ট্রি করা হয়। এতে ফি কম হলে তা উল্লেখ থাকে। কিন্তু লেজারে কমতি ফি-এর উল্লেখ না থাকায় কলেজ থেকে যে ফি জমা হচ্ছে তা বোধগম্য হচ্ছে না।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমতি ফি জমার বিষয়ে অবগতিপত্র পাওয়ার পরও গত ২৯ মে পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো আদেশ দেননি। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা জানান, বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভূমিকা রহস্যজনক। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সচেতনমহল মনে করেন, বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে যথাযথভাবে তদন্ত হলে যশোর বোর্ডের ন্যায় কুমিল্লা বোর্ডের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত হবে।